দৈনিক সংবাদ

তারিখ 15 MAY 1989
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রভাব ও চাহিদা

ডঃ মাহবুব হোসেন

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

মৌলিক শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি মোটেই আশাপ্রদ নয়। আদমশুমারী অনুযায়ী শিক্ষিতের হার বিগত তিন দশকে ২২ থেকে ২৪ শতাংশে স্থির হয়ে আছে। প্রাথমিক স্কুলে পড়ার উপযুক্ত শিশুদের ৪০ শতাংশই কখনও স্কুলে ভর্তি হয় না এবং যারা স্কুলে যায় তাদের দুই-তৃতীয়াংশ মাধ্যমিক স্কুলে পৌছানোর আগেই স্কুল ত্যাগ করে। শিক্ষাক্ষেত্রে অতীতে যে সামান্য উন্নতি হয়েছে তা মূলতঃ শহরাঞ্চলে সীমাবদ্ধ।

অথচ সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন বহুদিন থেকেই সরকারের একটি বহুল বিঘোষিত নীতি। এই লক্ষ্য অর্জনে সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে সম্পদ বরাদ্দে সরকার সাধ্যগত চেষ্টা করেছেন। বিগত দশকে সরকারী ব্যয় বেড়েছে বাৎসরিক ১৫ শতাংশ হারে আর শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দ বেড়েছে প্রায় ১৯ শতাংশ হারে (সারণী-১)। ১৯৭৬-৭৯ অর্থবছরসমূহে গড়ে শিক্ষাখাতে ব্যয়-বরাদ্দ ছিল মোট সরকারী ব্যয়ের (রাজস্ব ও মূলধন খাত সহ) ৮.২ শতাংশ, ১৯৮৬-৮৮ অর্থ বছরগুলোতে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১১ শতাংশে। ১৯৮৮-৮৯ এর বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দের প্রায় ৪১ শতাংশ প্রাথ[illegible]

পরিবার প্রধানদের শিক্ষার মানের উপর তথ্য সারণী-২ এ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। প্রাপ্ত ফলাফল থেকে দেখা যায় শতকরা ৫৪ ভাগ পরিবার-প্রধান কোন সময়ই স্কুলে যাননি এবং আরো ৭ শতাংশ মাত্র দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন যা স্বাক্ষরতা ধরে রাখার জন্য যথেষ্ট নয়। মাধ্যমিক স্কুলে লেখাপড়া করেছেন এ ধরনের পরিবার প্রধানের সংখ্যা মাত্র ১১ শতাংশ এবং মাত্র ৯ শতাংশ মাধ্যমিক স্কুল উত্তীর্ণ হয়েছেন। পরিবারের জমির মালিকানার সাথে শিক্ষার মানের ইতিবাচক সম্পর্ক বিদ্যমান। প্রায় ভূমিহীন পরিবারে (যারা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অর্ধেক) প্রধানদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ একেবারেই স্কুলে যাননি, অথচ পাঁচ একরের বেশী জমি আছে এ ধরনের পরিবারে তাঁদের সংখ্যা মাত্র ২৮ শতাংশ। মাধ্যমিক স্কুল উত্তীর্ণদের মধ্যে এই বিভাজন আরো [illegible]

হীন পরিবারের প্রধানদের যে ৩৩ শতাংশ স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন তাদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মাধ্যমিক পর্যায়ে পৌছানোর আগেই স্কুল ত্যাগ করেছিলেন। অপরদিকে পাঁচ একরের উর্ধ্বে জমির মালিক এমন পরিবার প্রধানদের যে ৭২ শতাংশ স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন তাদের প্রায় ৬২ শতাংশ মাধ্যমিক স্কুলে পড়েছেন এবং প্রায় এক তৃতীয়াংশ স্কুল ফাইনাল উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। মাধ্যমিক পর্যায়ে পৌছানোর আগে স্কুল ত্যাগকারীর সংখ্যা ছোট কৃষকদের মধ্যে ৫৬ শতাংশ, মাঝারি কৃষকদের মধ্যে ৪২ শতাংশ এবং বড় কৃষকদের মধ্যে ৩৮ শতাংশ।

শিশুদের স্কুলে অংশ গ্রহণের হারও পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল (সারণী-৩ দ্রষ্টব্য)। ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুদের (যারা প্রাথমিক স্কুলে পড়ার যোগ্য) ৬০ শতাংশ স্কুলে যায়। এই হার ভূমিহীন-[illegible]

অনেকে কিশোরদের স্কুলে রাখার পরিবর্তে চাষের কাজে মাঠে পাঠানোর বেশী পক্ষপাতী বলে মনে হয়।

সারণী-৩ এর তথ্য থেকে আর একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পরিবারের জমির মালিকানা কম থাকলেও পরিবার প্রধান শিক্ষিত হলে শিশুদের স্কুলে অংশ গ্রহণের প্রবণতা বেশী। প্রায় ভূমিহীন পরিবারে যে সব প্রধান একেবারেই লেখাপড়া করেননি তাঁদের মাত্র ৩৬ শতাংশ শিশু স্কুলে যায়, আর যারা মাধ্যমিক পাস সে পরিবারের শিশুদের স্কুলে অংশ গ্রহণের হার ৮৭ শতাংশ। অথচ পাঁচ একরের উর্ধ্বে জমির মালিক পরিবারের প্রধানের শিক্ষাগত অবস্থানের সঙ্গে শিশুদের স্কুলে অংশ গ্রহণের কোন সম্পর্ক নেই। ১১-১৬ বছর বয়সী বালক-বালিকাদের ৫৩ শতাংশ স্কুলে যায়। ভূমিহীন পরিবারের প্রধান নিরক্ষর হলে এ হার ২১ শতাংশ, প্রধান মাধ্যমিক স্কুলে পড়াশুনা করে থাকলে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬২ শতাংশে, আর মাধ্যমিক পাস হলে, ৮২ শতাংশে। মাধ্যমিক পাস পরিবার প্রধানদের ক্ষেত্রে জমির মালিকানার সঙ্গে প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্কুলে শিশুদের অংশ গ্রহণের হারের কোন সম্পর্ক নেই।

জরিপের উপরোক্ত ফলাফল থেকে আমরা নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। সরকার যদি কয়েক বছরের বিরাট প্রচেষ্টার (বিগ পুশ) মাধ্যমে শিক্ষার হার উল্লেখযোগ্য হারে সম্প্রসারণ করতে পারেন, তাহলে পরবর্তী সময়ে শিক্ষার প্রসার আপন গতিতেই চলতে থাকবে। অভিভাবক শিক্ষিত হলে অর্থনৈতিক দুরবস্থা বা সম্পদের মালিকানার অভাব শিশুদের স্কুলে পাঠানোর পথে বড় প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করবে না। প্রাথমিক বিগ পুশের পরে শিক্ষাখাতে সরকারী মনোযোগ কমলেও শিক্ষার প্রসারে তখন তা বাধা সৃষ্টি নাও করতে পারে।

(সমাপ্ত)

চট্টগ্রাম কেমিক্যাল কমপ্লেক্স (সিসিসি)
(সিসিএফসির একটি প্রতিষ্ঠান)
বাড়বকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

জাতীয় স্বয়ংভর শিল্প নীতির বাস্তবায়নে সিসিসি'র
আর এক নতুন সংযোজন
বাংলাদেশের শিল্পায়নে সিসিসি'র
আর এক নব অবদান

এ্যামোনিয়ায় ক্লোরাইড
বাংলাদেশ সরকারের মত বাণিজ্যিক ভিত্তিতে
এ্যামোনিয়ায় ক্লোরাইডের উৎপাদন আরম্ভ হয়েছে সিসিসিতে।
অতএব উদ্যোক্তাদের দুয়ারে ভগ্ন সম্ভব দামদরে এই এ্যামোনিয়ায় ক্লোরাইড
পাওয়ার নিশ্চিত ক্ষেত্রে। যেমন :-
— ড্রাই সেলস্-এর গ্যালভানাইজিং
— ড্রাইসেল ব্যাটারী
— টানারীজ শিল্প
— ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্প

এ ছাড়া এ্যামোনিয়ায় ক্লোরাইড সার হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।

শিল্পের শিল্পকে ব্যবহারী করার নিমিত্তে
আপনার চাহিদা অনুযায়ী আমরা
এ্যামোনিয়ায় ক্লোরাইড সরবরাহ করতে সর্বদা প্রস্তুত রয়েছি।

যোগাযোগের ঠিকানা :
সার্বিকাবস্থাপক,
চট্টগ্রাম কেমিক্যাল কমপ্লেক্স,
ডাকঘর-বাড়বকুণ্ড,
জেলা-চট্টগ্রাম।
ফোন : ২২৪৩৪৩।

চট্টগ্রাম কেমিক্যাল কমপ্লেক্স (সিসিসি)
(সিসিএফসির একটি প্রতিষ্ঠান)
বাড়বকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

জাতীয় স্বয়ংভর শিল্প নীতির বাস্তবায়নে সিসিসি'র
আর এক নতুন সংযোজন
বাংলাদেশের শিল্পায়নে সিসিসি'র
আর এক নব অবদান

এ্যামোনিয়ায় ক্লোরাইড
বাংলাদেশ সরকারের মত বাণিজ্যিক ভিত্তিতে
এ্যামোনিয়ায় ক্লোরাইডের উৎপাদন আরম্ভ হয়েছে সিসিসিতে।
অতএব উদ্যোক্তাদের দুয়ারে ভগ্ন সম্ভব দামদরে এই এ্যামোনিয়ায় ক্লোরাইড
পাওয়ার নিশ্চিত ক্ষেত্রে। যেমন :-
— ড্রাই সেলস্-এর গ্যালভানাইজিং
— ড্রাইসেল ব্যাটারী
— টানারীজ শিল্প
— ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্প

এ ছাড়া এ্যামোনিয়ায় ক্লোরাইড সার হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।

শিল্পের শিল্পকে ব্যবহারী করার নিমিত্তে
আপনার চাহিদা অনুযায়ী আমরা
এ্যামোনিয়ায় ক্লোরাইড সরবরাহ করতে সর্বদা প্রস্তুত রয়েছি।

যোগাযোগের ঠিকানা :
সার্বিকাবস্থাপক,
চট্টগ্রাম কেমিক্যাল কমপ্লেক্স,
ডাকঘর-বাড়বকুণ্ড,
জেলা-চট্টগ্রাম।
ফোন : ২২৪৩৪৩।